



34644 - তাওয়াফকালে যে ভুলগুলো সংঘটিত হয়ে থাকে

প্রশ্ন

তাওয়াফ করাকালে আমরা খয়োল করি যে, কছি মানুষ মাতাফ (তাওয়াফের জায়গা)-এর শুরুতে দাঁড়িয়ে তাওয়াফেরে নয়িত করে। আমরা আরও খয়োল করি যে, কছি মানুষ হাজারে আসওয়াদে পৌঁছার জন্য প্রচণ্ড ধাক্কাধাক্কি করে; এমনকি মারামারি পর্যন্ত করে। এসব কাজেরে ব্যাপারে আপনাদেরে অভিমিত কি?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লল্লাহ।

এগুলো এমন কছি ভুল যগুলো তাওয়াফ করাকালে সংঘটিত হয়ে থাকে। এ ভুলগুলো কয়কে ধরণেরে:

এক:

তাওয়াফেরে শুরুতে নয়িত উচ্চারণ করা। আপনি দেখেনে যে, কছি হাজীসাহবে যখন তাওয়াফ শুরু করতে চাচ্ছেন তখন তিনি হাজারে আসওয়াদ অভিমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে বলছেন: “হে আল্লাহ! আমি উমরার জন্য সাত চক্কর তাওয়াফ করার নয়িত করছি”, কথিবা বলছেন: “হে আল্লাহ! আমি হজ্জেরে জন্য সাত চক্কর তাওয়াফ করার নয়িত করছি”। কথিবা বলছেন: “হে আল্লাহ! আমি আপনার নকৈট্য় হাছলিরে জন্য সাত চক্কর তাওয়াফ করার নয়িত করছি”।

নয়িত উচ্চারণ করা বদিত। কনেনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা করনেনি এবং তাঁর উম্মতকে সটো করার নরিদশে দনেনি। যে ব্যক্তি এমন কোনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে যভোবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবাদত করনেনি কথিবা তিনি তা করার জন্য তাঁর উম্মতকে নরিদশে দনেনি তাহলে সে ব্যক্তি আল্লাহর দ্বীনরে মধ্যবে বদিত (নতুন বযিয়) চালু করল; যা তাঁর দ্বীনবে নহে। অতএব, তাওয়াফকালে নয়িত উচ্চারণ করা ভুল ও বদিত। শরয়ি দকি থেকে এটি যমেন ভুল তমেনি বিবিকেরে বিবিচেনায়ও এটি ভুল। নয়িত উচ্চারণ করার কী আবদেন থাকতে পারে? যহেতে নয়িত হছে আপনি ও আপনার রবেরে মধ্যস্থতি বযিয়। আল্লাহ তাআলা আপনার অন্তস্থতি বযিয় সম্যক অবহতি। তিনি অবহতি যে, অচরিহে আপনি এ তাওয়াফটি পালন করবেনে। আল্লাহ যহেতে জাননে অতএব, আল্লাহর বান্দাদেরে কাছে এটি প্রকাশ করার কোন প্রয়োজন নহে।

আপনার পূর্ববে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওয়াফ করছেন, কনিতু তিনি তো তাওয়াফেরে সময় নয়িত উচ্চারণ



করেননি। আপনার পূর্ববে সাহায্যে কেরোম তাওয়াফ করছেন, তারা তো নয়িত উচ্চারণ করেননি। অন্য ইবাদতরে ক্ষত্রেও করেননি। অতএব, এটি ভুল।

দুই:

কছু তাওয়াফকারী হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামনৌ স্পর্শ করাকালে তীব্র ধাক্কাধাক্কি করনে; যার কারণে সে ব্যক্তি নজিওে কষ্ট পান এবং অন্যদেরকেও কষ্ট দনে। হতে পারে কখনও কোন মহলিার সাথে ধাক্কাধাক্কি করনে। এক পর্যায়ে শয়তান তাকে প্ররোচতি করে ফলে এ সংকীর্ণ স্থানে এ মহলিার সাথে ধাক্কাধাক্কি করতে গিয়ে তার অন্তরে কামনা-বাসনা জগে উঠে। মানুষ রক্ত-মাংসরে মানুষ। য়ে কোন সময় তার উপর কু-আত্মা ভর করতে পারে। ফলে বায়তুল্লাহর সামনেও সে এ ধরণরে গরহতি কাজে লপ্ত হয়ে যতে পারে। এ স্থানে এমন কাজ জঘন্য গরহতি। যদিও সকল স্থানইে এমন কাজ ফতিনা।

হাজারে আসওয়াদ কথিবা রুকনে ইয়ামনৌ স্পর্শ করাকালে তীব্র ধাক্কাধাক্কি করা শরয়িত অনুমোদতি নয়। বরং যদি শান্তভাবে সেটো সম্ভবপর হয় তাহলে সেটো করা উচিত। আর যদি তা সম্ভবপর না হয় তাহলে আপনি হাজারে আসওয়াদরে দকি শুধু ইশারা করবনে। আর রুকনে ইয়ামনৌর দকি ইশারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত নয় এবং হাজারে আসওয়াদরে উপর এটাকে কয়িস করা যাবে না। কেননা হাজারে আসওয়াদরে মর্যাদা রুকনে ইয়ামনৌর চয়ে অনকে বেশি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়েছে য়ে, তিনি হাজারে আসওয়াদরে দকি ইশারা করছেন।

এ অবস্থায় ধাক্কাধাক্কি করা য়েমন শরয়িত অনুমোদতি নয় তেমনি মহলিার সাথে ধাক্কাধাক্কি করলে এতে ফতিনাগ্রস্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে। অনুরূপভাবে এমন ধাক্কাধাক্কি মন ও চনিতাকে বক্ষিপ্ত করে দয়ে। কেননা মানুষ ধাক্কাধাক্কি মধ্যে অপ্ৰীতিকর কছু কথা শুনইে থাকে। ফলে এ স্থান ত্যাগ করার পর ব্যক্তির নজিরে উপর নজিরে-ই রাগ হয়।

তাওয়াফকারীর উচিত সার্বক্ষণিক শান্ত ও ধীরস্থির থাকা; যাত করে আল্লাহর আনুগত্যরে অনুভূতি মনে জাগ্রত রাখা যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “বায়তুল্লাহকে তাওয়াফ করা, সাফা-মারওয়ার মাঝে প্রদক্ষিণ ও জমরাতগুলোতে কঙ্কর নক্ষিপে করার বধিান আল্লাহর স্মরণকে বুলন্দ করার জন্য আরোপ করা হয়েছে।”

তনি:

কছু কছু মানুষ ধারণা করে য়ে, হাজারে আসওয়াদ পাথরে চুমা না খলে তাওয়াফ সহহি হবে না এবং হাজারে আসওয়াদে চুমা খাওয়া তাওয়াফ শুদ্ধ হওয়ার জন্য, হজ্জ কথিবা উমরা শুদ্ধ হওয়ার জন্য শরত- এটি ভুল ধারণা। হাজারে আসওয়াদে চুমা খাওয়া সুন্নত। এটি স্বতন্ত্র সুন্নতও নয়। বরং তাওয়াফরে একটি সুন্নত। তাওয়াফ ছাড়া অন্য সময় হাজারে আসওয়াদে চুমা খাওয়া সুন্নত মরমে আমি জানি না। এর ভিত্তিতে আমরা বলব য়েহে হাজারে আসওয়াদে চুমা খাওয়া সুন্নত; ওয়াজবি নয়,



কথিবা শরত নয়। সুতরাং যবে ব্যক্তি হাজারে আসওয়াদে চুমা দতি পারণি আমরা বলব না যবে, তার তাওয়াফ সহি নয়। কথিবা তার তাওয়াফ অপূর্ণ; যবে অপূর্ণতার কারণে সবে ব্যক্তি গুনাহগার হববে। বরং তার তাওয়াফ সহি। আর যদি তীব্র ভড়ি থাকে তখন ইশারা করা স্পর্শ করার চয়ে উত্তম। কনেনা ভড়িরে সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সটেই করছেন। কনেনা এর মাধ্যমে মানুষ অন্যকে কষ্ট দয়ো থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে, কথিবা অন্য মানুষ থেকে কষ্ট পাওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারে।

যদি কোন প্রশ্নকারী আমাদরেকে জিজ্ঞেসে করে যবে, যদি মাতাফ বা তাওয়াফের স্থান জনাকীরণ হয় সক্ষেত্রে মানুষের সাথে ধাক্কাধাক্কি করে হাজারে আসওয়াদ চুমো খাওয়া উত্তম; নাকি ইশারা করা উত্তম; আপনার মতামত কি?

আমরা বলব: উত্তম হচ্ছে- ইশারা করা। কনেনা ঠিকি এভাবেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সুন্যাহ বর্ণতি হয়েছে। আর সর্বোত্তম আদর্শ হচ্ছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ।

চার:

রুকনে ইয়ামনৌ চুম্বন করা। রুকনে ইয়ামনৌ চুম্বন করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত হয়নি। কোন ইবাদত যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সাব্যস্ত না হয় তাহলে সটে বিদিত; নকে কাজ নয়। তাই কারো জন্য রুকনে ইয়ামনৌ চুমো খাওয়া শরয়িতসম্মত হববে না। কনেনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তা সাব্যস্ত হয়নি। বরং এ বিষয়ে একটি দুর্বল হাদিস বর্ণতি হয়েছে; যা দললিরে উপযুক্ত নয়।

পাঁচ:

কছু কছু মানুষ যখন হাজারে আসওয়াদ বা রুকনে ইয়ামনৌ মাসহে করে তখন তারা অবজ্ঞাকারীর মত বাম হাত দিয়ে মাসহে করে। এটি ভুল। কারণ ডানহাত বামহাতের চয়ে উত্তম। কবেল শৌচকার্য, ঢলি-কুলুখ ব্যবহার, নাকেরে শ্লষেমা নষিকাশন ইত্যাদি মল-ময়লা পরষিকার করার কাজে বাম হাত এগিয়ে দয়ো হয়। অন্যদিকে চুমো খাওয়া ও সম্মান প্রদর্শনের কাজে ডানহাতই ব্যবহার করা হয়।

ছয়:

লোকেরো ধারণা করে হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামনৌ স্পর্শ করা হয় বরকতেরে জন্য; ইবাদত হিসেবে নয়। ফলে তারা বরকত হিসেবে স্পর্শ করে। এটি নিঃসন্দহে যবে উদ্দেশ্যে স্পর্শ করার বধিন দয়ো হয়েছে সটোর বপিরীত। কারণ হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করা, মোছা বা চুম্বন করার বধিন দয়ো হয়েছে আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রকাশার্থে। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করতনে তখন বলতনে: আল্লাহু আকবার (আল্লাহই মহান); এদিকে ইঙ্গতি করার জন্য যবে, এ কাজেরে উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর মহত্ব প্রকাশ; পাথর মুছে বরকত হাছলি নয়। ঠিকি এ



কারণই আমীরুল মুমিনীন উমর (রাঃ) হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করা কালং বলছেন: “আল্লাহর শপথ! আমি জানি, তুমি একটা পাথর ছাড়া আর কিছু নও; তুমি উপকার বা অপকার কিছুই করতে পার না। যদি না আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক তোমাকে চুম্বন করতে না দেখেতাম তাহলে আমিও তোমাকে চুম্বন করতাম না”

কিছু মানুষের এ ভুল বিশ্বাস (হাজারে আসওয়াদ ও রুকনে ইয়ামনৌ বরকতের জন্য স্পর্শ করা) থেকে তারা তাদের ছোট ছোট বাচ্চাদেরকেও রুকনে ইয়ামনৌ বা হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করার সময় নিয়ে আসে। নিজের হাত দিয়ে রুকনে ইয়ামনৌ বা হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করে সে হাত দিয়ে তার ছোট বাচ্চাকে বা শিশুকে স্পর্শ করে। এ ধরণের ভুল আকাদি থেকে বারণ করা ওয়াজবি এবং মানুষের কাছে তুলে ধরা উচিত য়ে, এ ধরণের পাথরের উপকার বা অপকার করার ক্ৰমতা নই। বরং স্পর্শকরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছ- আল্লাহর প্রতি সম্মানপ্রদর্শন ও তাঁর যিকিরকে বুলন্দ করা এবং তাঁর রাসূলের অনুসরণ করা।

....

উল্লেখিত বিষয়গুলো এবং সম ধরণের বিষয়গুলোর পক্ষ্যে শরয়ী কোন দলিল নই। বরং তা বদীত; য়ে কর্মগুলো আমলকারীর কোন উপকার করবে না। তবে, এ ধরণের আমলকারী যদি অজ্ঞ হয় এবং তার মনে যদি উদ্বেগ না হয় য়ে, এগুলো বদীত তাহলে আশা করা যায়, সে ব্যক্তি ক্ৰমা পাবে। আর যদি সে ব্যক্তি আলমে হয় কথিবা অবহলো করে জিজ্ঞাসে না করে তাহলে সে ব্যক্তি গুনাহগার হবে।

সাত:

কটে কটে তাওয়াফের প্রত্যকে চক্করের জন্য নরিদ্ষিট দোয়া খাস করে নেয়। এটিও একটা বদীত যার পক্ষ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথিবা তাঁর সাহাবীবর্গ থেকে কোন কিছু উদ্ভূত হয়নি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কথিবা তাঁর সাহাবীগণ প্রত্যকে চক্করের জন্য বিশিষে কোন দোয়াকে খাস করতেন না। এ বিষয়ে সর্বোচ্চ যা জানা যায় তা হল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুকনে ইয়ামনৌ ও হাজারে আসওয়াদের মাঝে বলতেন: "رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ" (অর্থ- হে আমাদের রব্ব! আমাদেরকে দুনিয়াতে কল্যাণ দনি, আখিরাততেও কল্যাণ দনি এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচান)। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: বায়তুল্লাহকে তাওয়াফ করা, সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে প্রদক্ষিণ করা ও জমরাতসমূহে কঙ্কর নিক্ষেপে করার বধিান আল্লাহর স্মরণকে বুলন্দ করার জন্য দোয়া হয়েছে।

এ বদীতটির ভ্রান্তি আরও বড়ে যায় যখন কোন তাওয়াফকারী একটা পুস্তকি সাথে বহন করে, য়ে পুস্তকিতে প্রত্যকে চক্করের জন্য দোয়া লখে, আর সে ব্যক্তি ঐ পুস্তকিটি পড়ে। কনিতু কী পড়ে সে নিজেরে তা জানে না; হয়তো আরবী ভাষা না জানার কারণে অর্থ বুঝে না, কথিবা আরবীভাষী আরবী উচ্চারণ করলেও সে কী বলছে তা সে জানে না। এমনকি আমরা



কোন কোন তাওয়াফকারীকে এমন কিছু দোয়া পড়তে শুনছে সিগেলো আসলে স্পষ্টভাবে বকিত। যমেন- কটে একজনকে বলতে শুনছে: 'আল্লাহুম্মা আগননি বি জালালিকা আন হারামিকা'। সঠিকি হচ্ছে- আল্লাহুম্মা আগননি বি হালালিকা আন হারামিকা (হে আল্লাহ! আপনি যা হালাল করছেন সেটোর মাধ্যমে আপনি যা হারাম করছেন সেটা থেকে আমাকে বন্ধ রাখুন)।

এছাড়াও আমরা দেখেছি কিছু কিছু মানুষ ঐ পুস্তিকা থেকে দোয়া পড়তে থাকে। যখন পুস্তিকাটি পড়া শেষ হয়ে যায় তখন দোয়া করা থামিয়ে দেয়। অবশিষ্ট চক্কর সে আর কোন দোয়া করে না। যদি মাতাফে (তাওয়াফস্থলে) ভড়ি না থাকে এবং দোয়া শেষ হওয়ার আগে চক্কর শেষ হয়ে যায় সে ব্যক্তি সাথে সাথে ঐ দোয়াটি বাদ দিয়ে দেয়।

এর প্রতিকার হচ্ছে- আমরা হাজীসাহবেদরে কাছে তুলে ধরব যে, মানুষ তাওয়াফকালে যা ইচ্ছা ও যা খুশি দোয়া করতে পারে এবং যা ইচ্ছা আল্লাহর যিকির করতে পারে। যখন মানুষের কাছে এটি তুলে ধরা হবে তখন এ সমস্যাটি নিরসিত হবে।

যে ব্যক্তি এ বদাতগুলোতে লিপ্ত হয় তার হুকুম:

এ বদাতগুলোতে লিপ্ত ব্যক্তি:

হয়তো অজ্ঞ-মূর্খ; তার মনে হয়তো উদ্রকেও হয়নি যে, এগুলো হারাম। এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে আশা করা যায় তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না।

কথাটা সে ব্যক্তি আলমে এবং স্বচেছায় নিজের পথভ্রষ্ট ও মানুষকে পথভ্রষ্টকারী। নিঃসন্দেহে এ ব্যক্তি গুনাহগার এবং তার উপরে তার অনুসারীদের গুনাহও বর্তাবে।

কথাটা এ ব্যক্তি হচ্ছে- অজ্ঞ ও আলমেদেরকে জিজ্ঞাসে করার ক্ষেত্রে অবহেলকারী। এ ব্যক্তির ব্যাপারে আশংকা হয় যে, সে তার অবহেলার কারণে ও জিজ্ঞাসে না করার কারণে গুনাহগার হবে।

তাওয়াফ সংক্রান্ত যে ভুলগুলো আমরা এখানে উল্লেখ করলাম আমরা আশা করি, আল্লাহ তাআলা আমাদের মুসলমি ভাইগণকে এ ভুলগুলো সংশোধন করার জন্য হযোয়তে দবিনে। যাতা করে তাদের তাওয়াফ পালন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনতি আদর্শ মতোভাবে হয়। কারণ সর্বোত্তম আদর্শ হচ্ছে- মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ। দ্বীনি বিধি-বিধান আবগে ও ঝাঁকপ্রবণতা দিয়ে গ্রহণ করা যায় না। বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে গ্রহণ করতে হয়।